ছছক্ক সূত্র

CHACHAKKA SUTTA

(ছয় ছয়টি)

(Six Sets of Six)

অনুবাদক

ভন্তে সচ্চানন্দ

Translated by
Bhante Saccānanda

Taken from
Majjhima Nikāya translated by Bhikkhu Bodhi
Wisdom Publications

Copyright © 2016 Bhante Saccānanda

All rights reserved.

Language: Bengali

ISBN-10: 1537461532

ISBN-13: 978-1537461533

সূচীপত্র

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ........ 1

ভূমিকা........ 2

ছছক্ক সূত্র........ 6

(সারাংশ)........ 7

(গণনা)........ 7

(অনাত্মার প্রদর্শন)........ 11

(আত্মার উৎপত্তি)........ 23

(আত্মার নিরোধ)........ 26

(অন্তর্নিহিত প্রবণতা)........ 30

(অন্তর্নিহিত প্রবণতা পরিত্যাগ)........ 36

(বিমুক্তি)........ 42

তথ্যনির্দেশ........ 44

লেখক পরিচিতি........ 45

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

কৃতজ্ঞতা প্রকাশের প্রারম্ভে মদীয় পরমার্থ শিক্ষাগুরু আর্যশ্রাবক পরম শ্রদ্ধেয় প্রজ্ঞাবান ভন্তে বিমলরংসির (Ariyasavāka Bhante Vimalaraṃsi) প্রতি ভক্তিপূর্ণ বন্দনা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, যিনি আমাকে ‘ছছক্ক’ অর্থাৎ ‘ছয় ছয়টি’ সূত্রটি বাংলায় অনুবাদ করার জন্য নিরন্তর উৎসাহিত করেছেন। তাঁর ঐকান্তিক প্রেরণা এবং সর্বোত সহযোগিতার ফলশ্রুতিতে এই অনুবাদ কার্য সম্পাদন করতে পেরেছি। ‘ধর্ম সুখ ভাবনা কেন্দ্রের’ বিজ্ঞ পরিচালক ডেবিড জনসনকে (David Johnson) মৈত্রীময় আর্শীবাদ এবং ধন্যবাদ প্রদান করছি, যিনি এই বইটি প্রকাশ, মুদ্রণ এবং ডিজাইনের সার্বিক সহায়তা প্রদান করেছেন। পরিশেষে, আমার অত্যন্ত কল্যাণমিত্র উপাসক সাহিত্যিক সুরীত বড়ুয়ার প্রতি মৈত্রীময় আর্শীবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, যিনি সব সময় আমার দেশনা এবং লেখার প্রতি নজর রেখে আমাকে উৎসাহিত জাগিয়েছেন। বইটি উপাসক-উপাসিকা মন্ডলি এবং পাঠক-পাঠিকাদের নিটক সমাদৃত হলে পরিশ্রম সার্থক হবে বলে মনে করি।

ভূমিকা

ভগবান বুদ্ধের ‘ধর্ম এবং বিনয়কে’ চতুর্থ সঙ্গীতির সময় তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে, যথা-সূত্র পিটক, বিনয় পিটক এবং অভিধর্ম পিটক। এই তিনটি গ্রন্থের সমন্বয়ে বলা হয় ত্রিপিটক। ত্রিপিটক গ্রন্থের মধ্যে সূত্রপিটকের অন্তর্ভূক্ত ‘মধ্যম নিকায়’ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মধ্যম নিকায়কে তিন খন্ডে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম খন্ড অনুবাদ করেছেন অধ্যাপক শ্রী ড. বেণীমাধব বড়ুয়া, দ্বিতীয় খন্ড অনুবাদ করেছেন পণ্ডিত শ্রীমৎ ধর্ম্মাধার মহাস্থবির এবং তৃতীয় খন্ড অনুবাদ করেছেন শ্রী বিনয়েন্দ্রনাথ চৌধুরী। বৌদ্ধ পণ্ডিতগণের মতে পালি ত্রিপিটকের মধ্যে ‘মধ্যম নিকায়’ সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। ‘ছছক্ক’ অর্থাৎ ‘ছয় ছয়টি’ সূত্রটি একশত আটচল্লিশ নম্বর হিসাবে ‘মধ্যম নিকায়ে’ তৃতীয় খন্ডে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। মহাকারুণিক তথাগত সম্যক্ সম্বুদ্ধ যখন শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের বিহারে অবস্থান করছিলেন সেই সময় ভিক্ষুগণের উদ্দেশ্যে ভগবান বুদ্ধ এই সূত্রটি দেশনা করছিলেন। ভগবান বুদ্ধের সদ্ধর্মদেশনা সমাপ্ত হওয়ার পরক্ষণেই ষাট জন বৌদ্ধ ভিক্ষু অর্হত্ব ফলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। এমন কি বর্তমানেও শ্রীলংকায় এই সূত্র শ্রবণ

এবং পাঠ করার ফলে অনেক উপাসক উপাসিকাগণ আর্যপথ লাভ করতে সক্ষম হয়েছেন। আমার গুরু আর্যশ্রাবক ভন্তে বিমলরংসির (Ariyasavāka Bhante Vimalaraṃsi) মতে এই সূত্রটি অত্যন্ত গভীর এবং তাৎপর্যমন্ডিত। তিনি সবাইকে এই সূত্রটি মুখস্থ করে পাঠ করার জন্য উপদেশ দিয়েছেন। যিনি এই সূত্রটির সারমর্ম এবং অন্তর্নিহিত ভাবার্থ উপলব্ধি করতে পারবেন তার মধ্যে গভীর অর্ন্তদৃষ্টি উৎপন্ন হবে এবং আত্মা দুরীভূত হবে, যথা- 'ইহা আমার নয়, আমি ইহা হই না, ইহা আমার আত্মা নয়।' একদিন আমেরিকা, মিজৌরি শহরে 'ধর্ম সুখ ভাবনা কেন্দ্রে' আর্যশ্রাবক ভন্তে বিমলরংসি (Ariyasavāka Bhante Vimalaraṃsi) এই সূত্রটি দেশনা করছিলেন। আমি গভীর মনোযোগ সহকারে সুত্রটি শ্রবণ করছিলাম। সূত্রটি শ্রবণ করে হঠাৎ আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, এই সূত্রটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যা বাংলা ভাষাভাষী উপাসক উপাসিকাদের জন্য মহা উপাকারে আসবে। তাই আমি অত্যন্ত সহজ ভাষায় সূত্রটি অনুবাদ করেছি। অতি অল্প সময়ের মধ্যে আমি এই সূত্রটি সমাপ্ত করতে সক্ষম হয়েছি। এই সূত্রের মধ্যে ভগবান বুদ্ধ ষড়-ইন্দ্রিয় কিভাবে একের পর এক কাজ করে, কিভাবে উৎপন্ন হয়, বিলয় হয় এবং তা কিভাবে নিরোধ করা যায় তৎসম্পর্কে বিস্তারিত প্রকাশ করেছেন। তিনি

ভিক্ষুগণকে সঠিক পথ দেখিয়েছিলেন, তারাও যাতে সবকিছুর অনাত্মা স্বভাব উপলব্ধি করে দুঃখ নিরোধ করতে পারে। প্রত্যেকে এই সূত্রটি বার বার চর্চা করলে অবশ্যই অনাত্মা সত্য ধর্ম উপলব্ধি করতে পারবে।

ভন্তে সচ্চানন্দ
মিজৌরি, আমেরিকা
২১ আগষ্ট ২০১৬ ইং

উৎসর্গ

প্রয়াত আমার ঠাকুরদা, বাবা, বড় ভাই এবং পরিবারের সকল সদস্যদের নির্বাণ লাভের কামনায় উৎসর্গিত হলো।

ছছক্ক[১] সূত্র

১। আমি এইরূপ শুনেছি। এক সময় ‘ভগবান বুদ্ধ’[২] শ্রাবস্তীতে জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের বিহারে অবস্থান করছিলেন। সেখানে ভগবান বুদ্ধ ভিক্ষুগণকে আহবান করলেন, “হে ভিক্ষুগণ,” “হ্যা ভন্তে” বলে ভিক্ষুগণ ভগবান বুদ্ধকে উত্তর দিলেন। ভগবান বুদ্ধ বললেন-

২। “হে ভিক্ষুগণ, আমি ‘ছয় ছয়টি’ বিষয়ে ধর্মদেশনা করব যার শুরুতে[৩] কল্যান, মধ্যে[৪] কল্যান, শেষে[৫] কল্যান, যা উপকারী (হিতকর) এবং সুব্যঞ্জনযুক্ত; আমি সম্পূর্ণরূপে পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য্য প্রকাশ করব। তোমরা তা খুব ভালোভাবে মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর, যা আমি বলব।

---

[১] এখানে ছছক্ক (ষড়ষট্ ক) অর্থ ‘ছয় ছয়টি।’ অর্থাৎ এই সুত্রটি নাম হচ্ছে ‘ছয় ছয়টি’ সুত্র।

[২] যদিও পালি ভাষায় শুধু ‘ভগবান’ শব্দটি বলা হয়েছে কিন্তু বুঝার সুবিধার জন্য আমি ‘বুদ্ধ’ শব্দটি যোগ করেছি, অর্থাৎ ‘ভগবান বুদ্ধ’।

[৩] শুরুতে অর্থ ‘সুবিশুদ্ধ শীল ও ঋজু দৃষ্টি বলা হয়েছে।’

[৪] মধ্যে অর্থ ‘আর্যমার্গ বলা হয়েছে।’

[৫] শেষে অর্থ ‘নির্বাণ বলা হয়েছে।’

“হ্যা ভন্তে” বলে ভিক্ষুগণ ভগবান বুদ্ধকে উত্তর দিলেন। ভগবান বুদ্ধ বললেন-

(সারাংশ)

৩। ছয় অভ্যন্তরীণ আয়তন[৬] বোঝা উচিত। ছয় বাহ্যিক আয়তন বোঝা উচিত। ছয় বিজ্ঞান (চিত্ত[৭]) শ্রেণী বোঝা উচিত। ছয় স্পর্শ শ্রেণী বোঝা উচিত। ছয় বেদনা (অনুভূতি) শ্রেণী বোঝা উচিত। ছয় তৃষ্ণা শ্রেণী বোঝা উচিত।

(গণনা)

৪। (i) “‘এইরূপ ইহা বলা হয়েছে- ‘ছয় অভ্যন্তরীণ আয়তন বোঝা উচিত’। কি কারণে ইহা বলা হয়েছে? চক্ষু-আয়তন, কর্ণ-আয়তন, নাসিকা-আয়তন, জিহ্বা আয়তন, কায়-আয়তন এবং মন-আয়তন। অতএব, এই কারণে ইহা বলা হয়েছে- ‘ছয় অভ্যন্তরীণ আয়তন বোঝা উচিত’। এই প্রথম ছয়টি।

---

[৬] এখানে আয়তন অর্থ ‘চিত্ত ও চৈতসিকের উৎপত্তি স্থান বা নিবাস স্থান।’ চক্ষু ও রুপে, দ্বার ও আলম্বনের (বিষয়ের) আকারে, চক্ষু-বিজ্ঞানের (চিত্তের) আয়তন বা উৎপত্তি স্থান।

[৭] শ্রীবীরেন্দ্রলাল মুৎসুদ্দি মতে ‘চিত্ত’ অর্থ ‘যা চিন্তা করে’। ‘চিন্তা করে’ অর্থ ‘বিষয় গ্রহণ করে, বিষয় জানে, বিষয় অবগত হয়।’

৫। (ii) "'এইরূপ ইহা বলা হয়েছে- 'ছয় বাহ্যিক আয়তন বোঝা উচিত'। কি কারণে ইহা বলা হয়েছে? রূপ-আয়তন, শব্দ-আয়তন, গন্ধ-আয়তন, রস-আয়তন, স্পর্শ-আয়তন এবং ধর্ম[৮]-আয়তন। অতএব, এই কারণে ইহা বলা হয়েছে- 'ছয় বাহ্যিক আয়তন বোঝা উচিত'। এই দ্বিতীয় ছয়টি।

৬। (iii) "'এইরূপ ইহা বলা হয়েছে- 'ছয় বিজ্ঞান (চিত্ত) শ্রেণী বোঝা উচিত'। কি কারণে ইহা বলা হয়েছে? চক্ষু ও রূপে কারণে চক্ষু-বিজ্ঞান (চিত্ত) উৎপন্ন হয়, কর্ণ ও শব্দে কারণে কর্ণ-বিজ্ঞান (চিত্ত) উৎপন্ন হয়, নাসিকা ও গন্ধে কারণে নাসিকা-বিজ্ঞান (চিত্ত) উৎপন্ন হয়, জিহ্বা ও রসে কারণে জিহ্বা-বিজ্ঞান (চিত্ত) উৎপন্ন হয়, কায় ও স্পর্শে কারণে কায়-বিজ্ঞান (চিত্ত) উৎপন্ন হয়, মন ও ধর্মে কারণে মনো-বিজ্ঞান (চিত্ত) উৎপন্ন হয়। অতএব, এই কারণে ইহা বলা হয়েছে- 'ছয় বিজ্ঞান (চিত্ত) শ্রেণী বোঝা উচিত'। এই তৃতীয় ছয়টি।

৭। (iv) "'এইরূপ ইহা বলা হয়েছে- 'ছয় স্পর্শ শ্রেণী বোঝা উচিত'। কি কারণে ইহা বলা হয়েছে? চক্ষু ও রূপে কারণে চক্ষু-বিজ্ঞান (চিত্ত) উৎপন্ন হয়; এই তিনের সংযোগে চক্ষু-স্পর্শ। কর্ণ ও শব্দে কারণে কর্ণ-বিজ্ঞান (চিত্ত) উৎপন্ন

---

[৮] এখানে ধর্ম অর্থ 'মনের ইন্দ্রিয়গোচর' বলা হয়েছে।

হয়; এই তিনের সংযোগে কর্ণ-স্পর্শ। নাসিকা ও গন্ধে কারণে নাসিকা-বিজ্ঞান (চিত্ত) উৎপন্ন হয়; এই তিনের সংযোগে নাসিকা-স্পর্শ। জিহ্বা ও রসে কারণে জিহ্বা-বিজ্ঞান (চিত্ত) উৎপন্ন হয়; এই তিনের সংযোগে জিহ্বা-স্পর্শ। কায় ও স্পর্শে কারণে কায়-বিজ্ঞান (চিত্ত) উৎপন্ন হয়; এই তিনের সংযোগে কায়-স্পর্শ। মন ও ধর্মে কারণে মনো-বিজ্ঞান (চিত্ত) উৎপন্ন হয়; এই তিনের সংযোগে মনো-স্পর্শ। অতএব, এই কারণে ইহা বলা হয়েছে- 'ছয় স্পর্শ শ্রেণী বোঝা উচিত'। এই চতুর্থ ছয়টি।

৮। (v) "'এইরূপ ইহা বলা হয়েছে- 'ছয় বেদনা (অনুভূতি) শ্রেণী বোঝা উচিত'। কি কারণে ইহা বলা হয়েছে? চক্ষু ও রূপে কারণে চক্ষু-বিজ্ঞান (চিত্ত) উৎপন্ন হয়; এই তিনের সংযোগে চক্ষু-স্পর্শ; চক্ষু-স্পর্শের কারণে চক্ষু-বেদনা (অনুভূতি) উৎপন্ন হয়। কর্ণ ও শব্দে কারণে কর্ণ-বিজ্ঞান (চিত্ত) উৎপন্ন হয়; এই তিনের সংযোগে কর্ণ-স্পর্শ; কর্ণ-স্পর্শের কারণে কর্ণ-বেদনা (অনুভূতি) উৎপন্ন হয়। নাসিকা ও গন্ধে কারণে নাসিকা-বিজ্ঞান (চিত্ত) উৎপন্ন হয়; এই তিনের সংযোগে নাসিকা-স্পর্শ; নাসিকা-স্পর্শের কারণে নাসিকা-বেদনা (অনুভূতি) উৎপন্ন হয়। জিহ্বা ও রসে কারণে জিহ্বা-বিজ্ঞান (চিত্ত) উৎপন্ন হয়; এই তিনের সংযোগে জিহ্বা-স্পর্শ; জিহ্বা-স্পর্শের কারণে জিহ্বা-বেদনা (অনুভূতি) উৎপন্ন হয়। কায় ও স্পর্শে কারণে কায়-বিজ্ঞান (চিত্ত) উৎপন্ন হয়; এই

তিনের সংযোগে কায়-স্পর্শ; কায়-স্পর্শের কারণে কায়-বেদনা (অনুভূতি) উৎপন্ন হয়। মন ও ধর্মে কারণে মনো-বিজ্ঞান (চিত্ত) উৎপন্ন হয়; এই তিনের সংযোগে মনো-স্পর্শ; মনো-স্পর্শের কারণে মনো-বেদনা (অনুভূতি) উৎপন্ন হয়। অতএব, এই কারণে ইহা বলা হয়েছে- 'ছয় বেদনা (অনুভূতি) শ্রেণী বোঝা উচিত'। এই পঞ্চম ছয়টি।

৯। (vi) "'এইরূপ ইহা বলা হয়েছে- 'ছয় তৃষ্ণা শ্রেণী বোঝা উচিত'। কি কারণে ইহা বলা হয়েছে? চক্ষু ও রূপে কারণে চক্ষু-বিজ্ঞান (চিত্ত) উৎপন্ন হয়; এই তিনের সংযোগে চক্ষু-স্পর্শ; চক্ষু-স্পর্শের কারণে চক্ষু-বেদনা (অনুভূতি) উৎপন্ন হয়; চক্ষু-বেদনার (অনুভূতির) কারণে চক্ষু-তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়। কর্ণ ও শব্দে কারণে কর্ণ-বিজ্ঞান (চিত্ত) উৎপন্ন হয়; এই তিনের সংযোগে কর্ণ-স্পর্শ; কর্ণ-স্পর্শের কারণে কর্ণ-বেদনা (অনুভূতি) উৎপন্ন হয়; কর্ণ-বেদনার (অনুভূতির) কারণে কর্ণ-তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়। নাসিকা ও গন্ধে কারণে নাসিকা-বিজ্ঞান (চিত্ত) উৎপন্ন হয়; এই তিনের সংযোগে নাসিকা-স্পর্শ, নাসিকা-স্পর্শের কারণে নাসিকা-বেদনা (অনুভূতি) উৎপন্ন হয়; নাসিকা-বেদনার (অনুভূতির) কারণে নাসিকা-তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়। জিহ্বা ও রসে কারণে জিহ্বা-বিজ্ঞান (চিত্ত) উৎপন্ন হয়; এই তিনের সংযোগে জিহ্বা-স্পর্শ; জিহ্বা-স্পর্শের কারণে জিহ্বা-বেদনা (অনুভূতি) উৎপন্ন হয়; জিহ্বা-বেদনার (অনুভূতির) কারণে জিহ্বা-তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়। কায় ও স্পর্শে

কারণে কায়-বিজ্ঞান (চিত্ত) উৎপন্ন হয়। এই তিনের সংযোগে কায়-স্পর্শ, কায়-স্পর্শের কারণে কায়-বেদনা (অনুভূতি) উৎপন্ন হয়। কায়-বেদনার (অনুভূতির) কারণে কায়-তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়। মন ও ধর্মে কারণে মনো-বিজ্ঞান (চিত্ত) উৎপন্ন হয়; এই তিনের সংযোগে মনো-স্পর্শ, মনো-স্পর্শের কারণে মনো-বেদনা (অনুভূতি) উৎপন্ন হয়; মনো-বেদনার (অনুভূতির) কারণে মনো-তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়। অতএব, এই কারণে ইহা বলা হয়েছে- 'ছয় তৃষ্ণা শ্রেণী বোঝা উচিত'। এই ষষ্ঠ ছয়টি।

(অনাত্মার প্রদর্শন)

১০। (i) "যদি কেউ বলে, 'চক্ষু আত্মা', তা গ্রহণযোগ্য নয়। চক্ষুর উৎপত্তি ও বিলয় দেখা যায় এবং বুঝা যায়। যেহেতু ইহার উৎপত্তি ও বিলয় উপলব্ধি করা হয়, সুতরাং ইহা বলা যেতে পারে- 'আমার মধ্যে আত্মা উৎপত্তি হয় ও বিলয় হয়।' সেই জন্য যদি কেউ বলে, 'চক্ষু আত্মা', তা গ্রহণযোগ্য নয়।' অতএব, চক্ষু অনাত্মা।

"যদি কেউ বলে, 'রূপ আত্মা', তা গ্রহণযোগ্য নয়। রূপের উৎপত্তি ও বিলয় দেখা যায় এবং বুঝা যায়। যেহেতু ইহার উৎপত্তি ও বিলয় উপলব্ধি করা হয়, সুতরাং ইহা বলা যেতে পারে- 'আমার মধ্যে আত্মা উৎপত্তি হয় ও বিলয় হয়।'

সেই জন্য যদি কেউ বলে, 'রূপ আত্মা', তা গ্রহণযোগ্য নয়।' অতএব, চক্ষু অনাত্মা, রূপ অনাত্মা।

"যদি কেউ বলে, 'চক্ষু-বিজ্ঞান (চিত্ত) আত্মা', তা গ্রহণযোগ্য নয়। চক্ষু-বিজ্ঞানের (চিত্তের) উৎপত্তি ও বিলয় দেখা যায় এবং বুঝা যায়। যেহেতু ইহার উৎপত্তি ও বিলয় উপলব্ধি করা হয়, সুতরাং ইহা বলা যেতে পারে- 'আমার মধ্যে আত্মা উৎপত্তি হয় ও বিলয় হয়।' সেই জন্য যদি কেউ বলে, 'চক্ষু-বিজ্ঞান (চিত্ত) আত্মা', তা গ্রহণযোগ্য নয়।' অতএব, চক্ষু অনাত্মা, রূপ অনাত্মা, চক্ষু-বিজ্ঞান (চিত্ত) অনাত্মা।

"যদি কেউ বলে, 'চক্ষু-স্পর্শ আত্মা', তা গ্রহণযোগ্য নয়। চক্ষু-স্পর্শের উৎপত্তি ও বিলয় দেখা যায় এবং বুঝা যায়। যেহেতু ইহার উৎপত্তি ও বিলয় উপলব্ধি করা হয়, সুতরাং ইহা বলা যেতে পারে- 'আমার মধ্যে আত্মা উৎপত্তি হয় ও বিলয় হয়।' সেই জন্য যদি কেউ বলে, 'চক্ষু-স্পর্শ আত্মা', তা গ্রহণযোগ্য নয়।' অতএব, চক্ষু অনাত্মা, রূপ অনাত্মা, চক্ষু-বিজ্ঞান (চিত্ত) অনাত্মা, চক্ষু-স্পর্শ অনাত্মা।

"যদি কেউ বলে, 'চক্ষু-বেদনা (অনুভূতি) আত্মা', তা গ্রহণযোগ্য নয়। চক্ষু-বেদনার (অনুভূতির) উৎপত্তি ও বিলয় দেখা যায় এবং বুঝা যায়। যেহেতু ইহার উৎপত্তি ও বিলয় উপলব্ধি করা হয়, সুতরাং ইহা বলা যেতে পারে- 'আমার মধ্যে আত্মা উৎপত্তি হয় ও বিলয় হয়।' সেই জন্য যদি কেউ বলে,

'চক্ষু-বেদনা (অনুভূতি) আত্মা', তা গ্রহণযোগ্য নয়।' অতএব, চক্ষু অনাত্মা, রূপ অনাত্মা, চক্ষু-বিজ্ঞান (চিত্ত) অনাত্মা, চক্ষু-স্পর্শ অনাত্মা, চক্ষু-বেদনা (অনুভূতি) অনাত্মা।

"যদি কেউ বলে, 'চক্ষু-তৃষ্ণা আত্মা', তা গ্রহণযোগ্য নয়। চক্ষু-তৃষ্ণার উৎপত্তি ও বিলয় দেখা যায় এবং বুঝা যায়। যেহেতু ইহার উৎপত্তি ও বিলয় উপলব্ধি করা হয়, সুতরাং ইহা বলা যেতে পারে- 'আমার মধ্যে আত্মা উৎপত্তি হয় ও বিলয় হয়।' সেই জন্য যদি কেউ বলে, 'চক্ষু-তৃষ্ণা আত্মা', তা গ্রহণযোগ্য নয়।' অতএব, চক্ষু অনাত্মা, রূপ অনাত্মা, চক্ষু-বিজ্ঞান (চিত্ত) অনাত্মা, চক্ষু-স্পর্শ অনাত্মা, চক্ষু-বেদনা (অনুভূতি) অনাত্মা, চক্ষু-তৃষ্ণা অনাত্মা।

১১। (ii) "যদি কেউ বলে, 'কর্ণ আত্মা', তা গ্রহণযোগ্য নয়। কর্ণের উৎপত্তি ও বিলয় দেখা যায় এবং বুঝা যায়। যেহেতু ইহার উৎপত্তি ও বিলয় উপলব্ধি করা হয়, সুতরাং ইহা বলা যেতে পারে- 'আমার মধ্যে আত্মা উৎপত্তি হয় ও বিলয় হয়।' সেই জন্য যদি কেউ বলে, 'কর্ণ আত্মা', তা গ্রহণযোগ্য নয়।' অতএব, কর্ণ অনাত্মা।

"যদি কেউ বলে, 'শব্দ আত্মা', তা গ্রহণযোগ্য নয়। শব্দের উৎপত্তি ও বিলয় দেখা যায় এবং বুঝা যায়। যেহেতু ইহার উৎপত্তি ও বিলয় উপলব্ধি করা হয়, সুতরাং ইহা বলা যেতে পারে- 'আমার মধ্যে আত্মা উৎপত্তি হয় ও বিলয় হয়।' সেই

জন্য যদি কেউ বলে, ‘শব্দ আত্মা’, তা গ্রহণযোগ্য নয়।’ অতএব, কর্ণ অনাত্মা, শব্দ অনাত্মা।

“যদি কেউ বলে, ‘কর্ণ-বিজ্ঞান (চিত্ত) আত্মা’, তা গ্রহণযোগ্য নয়। কর্ণ-বিজ্ঞানের (চিত্তের) উৎপত্তি ও বিলয় দেখা যায় এবং বুঝা যায়। যেহেতু ইহার উৎপত্তি ও বিলয় উপলব্ধি করা হয়, সুতরাং ইহা বলা যেতে পারে- ‘আমার মধ্যে আত্মা উৎপত্তি হয় ও বিলয় হয়।’ সেই জন্য যদি কেউ বলে, ‘কর্ণ-বিজ্ঞান (চিত্ত) আত্মা’, তা গ্রহণযোগ্য নয়।’ অতএব, কর্ণ অনাত্মা, শব্দ অনাত্মা, কর্ণ-বিজ্ঞান (চিত্ত) অনাত্মা।

“যদি কেউ বলে, ‘কর্ণ-বেদনা (অনুভূতি) আত্মা’, তা গ্রহণযোগ্য নয়। কর্ণ-বেদনার (অনুভূতির) উৎপত্তি ও বিলয় দেখা যায় এবং বুঝা যায়। যেহেতু ইহার উৎপত্তি ও বিলয় উপলব্ধি করা হয়, সুতরাং ইহা বলা যেতে পারে- ‘আমার মধ্যে আত্মা উৎপত্তি হয় ও বিলয় হয়।’ সেই জন্য যদি কেউ বলে, ‘কর্ণ-বেদনা (অনুভূতি) আত্মা’, তা গ্রহণযোগ্য নয়।’ অতএব, কর্ণ অনাত্মা, শব্দ অনাত্মা, কর্ণ-বিজ্ঞান (চিত্ত) অনাত্মা, কর্ণ-বেদনা (অনুভূতি) অনাত্মা।

“যদি কেউ বলে, ‘কর্ণ-তৃষ্ণা আত্মা’, তা গ্রহণযোগ্য নয়। কর্ণ-তৃষ্ণার উৎপত্তি ও বিলয় দেখা যায় এবং বুঝা যায়। যেহেতু ইহার উৎপত্তি ও বিলয় উপলব্ধি করা হয়, সুতরাং ইহা বলা যেতে পারে- ‘আমার মধ্যে আত্মা উৎপত্তি হয় ও বিলয়

হয়।' সেই জন্য যদি কেউ বলে, 'কর্ণ-তৃষ্ণা আত্মা', তা গ্রহণযোগ্য নয়।' অতএব, কর্ণ অনাত্মা, শব্দ অনাত্মা, কর্ণ-বিজ্ঞান (চিত্ত) অনাত্মা, কর্ণ-বেদনা (অনুভূতি) অনাত্মা, কর্ণ-তৃষ্ণা অনাত্মা।

১২। (iii) "যদি কেউ বলে, 'নাসিকা আত্মা', তা গ্রহণযোগ্য নয়। নাসিকার উৎপত্তি ও বিলয় দেখা যায় এবং বুঝা যায়। যেহেতু ইহার উৎপত্তি ও বিলয় উপলব্ধি করা হয়, সুতরাং ইহা বলা যেতে পারে- 'আমার মধ্যে আত্মা উৎপত্তি হয় ও বিলয় হয়।' সেই জন্য যদি কেউ বলে, 'নাসিকা আত্মা', তা গ্রহণযোগ্য নয়।' অতএব, নাসিকা অনাত্মা।

"যদি কেউ বলে, 'গন্ধ আত্মা', তা গ্রহণযোগ্য নয়। গন্ধের উৎপত্তি ও বিলয় দেখা যায় এবং বুঝা যায়। যেহেতু ইহার উৎপত্তি ও বিলয় উপলব্ধি করা হয়, সুতরাং ইহা বলা যেতে পারে- 'আমার মধ্যে আত্মা উৎপত্তি হয় ও বিলয় হয়।' সেই জন্য যদি কেউ বলে, 'গন্ধ আত্মা', তা গ্রহণযোগ্য নয়।' অতএব, নাসিকা অনাত্মা, গন্ধ অনাত্মা।

"যদি কেউ বলে, 'নাসিকা-বিজ্ঞান (চিত্ত) আত্মা', তা গ্রহণযোগ্য নয়। নাসিকা-বিজ্ঞানের (চিত্তের) উৎপত্তি ও বিলয় দেখা যায় এবং বুঝা যায়। যেহেতু ইহার উৎপত্তি ও বিলয় উপলব্ধি করা হয়, সুতরাং ইহা বলা যেতে পারে- 'আমার মধ্যে আত্মা উৎপত্তি হয় ও বিলয় হয়।' সেই জন্য যদি কেউ বলে,

'নাসিকা-বিজ্ঞান (চিত্ত) আত্মা', তা গ্রহণযোগ্য নয়।' অতএব, নাসিকা অনাত্মা, গন্ধ অনাত্মা, নাসিকা-বিজ্ঞান (চিত্ত) অনাত্মা।

"যদি কেউ বলে, 'নাসিকা-স্পর্শ আত্মা', তা গ্রহণযোগ্য নয়। নাসিকা-স্পর্শের উৎপত্তি ও বিলয় দেখা যায় এবং বুঝা যায়। যেহেতু ইহার উৎপত্তি ও বিলয় উপলব্ধি করা হয়, সুতরাং ইহা বলা যেতে পারে- 'আমার মধ্যে আত্মা উৎপত্তি হয় ও বিলয় হয়।' সেই জন্য যদি কেউ বলে, 'নাসিকা-স্পর্শ আত্মা', তা গ্রহণযোগ্য নয়।' অতএব, নাসিকা অনাত্মা, গন্ধ অনাত্মা, নাসিকা-বিজ্ঞান (চিত্ত) অনাত্মা, নাসিকা-স্পর্শ অনাত্মা।

"যদি কেউ বলে, 'নাসিকা-বেদনা (অনুভূতি) আত্মা', তা গ্রহণযোগ্য নয়। নাসিকা-বেদনার (অনুভূতির) উৎপত্তি ও বিলয় দেখা যায় এবং বুঝা যায়। যেহেতু ইহার উৎপত্তি ও বিলয় উপলব্ধি করা হয়, সুতরাং ইহা বলা যেতে পারে- 'আমার মধ্যে আত্মা উৎপত্তি হয় ও বিলয় হয়।' সেই জন্য যদি কেউ বলে, 'নাসিকা-বেদনা (অনুভূতি) আত্মা', তা গ্রহণযোগ্য নয়।' অতএব, নাসিকা অনাত্মা, গন্ধ অনাত্মা, নাসিকা-বিজ্ঞান (চিত্ত) অনাত্মা, নাসিকা-স্পর্শ অনাত্মা, নাসিকা-বেদনা (অনুভূতি) অনাত্মা।

"যদি কেউ বলে, 'নাসিকা-তৃষ্ণা আত্মা', তা গ্রহণযোগ্য নয়। নাসিকা-তৃষ্ণার উৎপত্তি ও বিলয় দেখা যায় এবং বুঝা যায়। যেহেতু ইহার উৎপত্তি ও বিলয় উপলব্ধি করা হয়,

সুতরাং ইহা বলা যেতে পারে- 'আমার মধ্যে আত্মা উৎপত্তি হয় ও বিলয় হয়।' সেই জন্য যদি কেউ বলে, 'নাসিকা-তৃষ্ণা আত্মা', তা গ্রহণযোগ্য নয়।' অতএব, নাসিকা অনাত্মা, গন্ধ অনাত্মা, নাসিকা-বিজ্ঞান (চিত্ত) অনাত্মা, নাসিকা-স্পর্শ অনাত্মা, নাসিকা-বেদনা (অনুভূতি) অনাত্মা, নাসিকা-তৃষ্ণা অনাত্মা।

১৩। (iv) "যদি কেউ বলে, 'জিহ্বা আত্মা', তা গ্রহণযোগ্য নয়। জিহ্বার উৎপত্তি ও বিলয় দেখা যায় এবং বুঝা যায়। যেহেতু ইহার উৎপত্তি ও বিলয় উপলব্ধি করা হয়, সুতরাং ইহা বলা যেতে পারে- 'আমার মধ্যে আত্মা উৎপত্তি হয় ও বিলয় হয়।' সেই জন্য যদি কেউ বলে, 'জিহ্বা আত্মা', তা গ্রহণযোগ্য নয়।' অতএব, জিহ্বা অনাত্মা।

"যদি কেউ বলে, 'রস আত্মা', তা গ্রহণযোগ্য নয়। রসের উৎপত্তি ও বিলয় দেখা যায় এবং বুঝা যায়। যেহেতু ইহার উৎপত্তি ও বিলয় উপলব্ধি করা হয়, সুতরাং ইহা বলা যেতে পারে- 'আমার মধ্যে আত্মা উৎপত্তি হয় ও বিলয় হয়।' সেই জন্য যদি কেউ বলে, 'রস আত্মা', তা গ্রহণযোগ্য নয়।' অতএব, জিহ্বা অনাত্মা, রস অনাত্মা।

"যদি কেউ বলে, 'জিহবা-বিজ্ঞান (চিত্ত) আত্মা', তা গ্রহণযোগ্য নয়। জিহবা-বিজ্ঞানের (চিত্তের) উৎপত্তি ও বিলয় দেখা যায় এবং বুঝা যায়। যেহেতু ইহার উৎপত্তি ও বিলয় উপলব্ধি করা হয়, সুতরাং ইহা বলা যেতে পারে- 'আমার মধ্যে

আত্মা উৎপত্তি হয় ও বিলয় হয়।' সেই জন্য যদি কেউ বলে, 'জিহবা-বিজ্ঞান (চিত্ত) আত্মা', তা গ্রহণযোগ্য নয়।' অতএব, জিহ্বা অনাত্মা, রস অনাত্মা, জিহবা-বিজ্ঞান (চিত্ত) অনাত্মা।

"যদি কেউ বলে, 'জিহবা-স্পর্শ আত্মা', তা গ্রহণযোগ্য নয়। জিহবা-স্পর্শের উৎপত্তি ও বিলয় দেখা যায় এবং বুঝা যায়। যেহেতু ইহার উৎপত্তি ও বিলয় উপলব্ধি করা হয়, সুতরাং ইহা বলা যেতে পারে- 'আমার মধ্যে আত্মা উৎপত্তি হয় ও বিলয় হয়।' সেই জন্য যদি কেউ বলে, 'জিহবা-স্পর্শ আত্মা', তা গ্রহণযোগ্য নয়।' অতএব, জিহ্বা অনাত্মা, রস অনাত্মা, জিহবা-বিজ্ঞান (চিত্ত) অনাত্মা, জিহবা-স্পর্শ অনাত্মা।

"যদি কেউ বলে, 'জিহবা-বেদনা (অনুভূতি) আত্মা', তা গ্রহণযোগ্য নয়। জিহবা-বেদনার (অনুভূতির) উৎপত্তি ও বিলয় দেখা যায় এবং বুঝা যায়। যেহেতু ইহার উৎপত্তি ও বিলয় উপলব্ধি করা হয়, সুতরাং ইহা বলা যেতে পারে- 'আমার মধ্যে আত্মা উৎপত্তি হয় ও বিলয় হয়।' সেই জন্য যদি কেউ বলে, 'জিহবা-বেদনা (অনুভূতি) আত্মা', তা গ্রহণযোগ্য নয়।' অতএব, জিহ্বা অনাত্মা, রস অনাত্মা, জিহবা-বিজ্ঞান (চিত্ত) অনাত্মা, জিহবা-স্পর্শ অনাত্মা, জিহবা-বেদনা (অনুভূতি) অনাত্মা।

"যদি কেউ বলে, 'জিহবা-তৃষ্ণা আত্মা', তা গ্রহণযোগ্য নয়। জিহবা-তৃষ্ণার উৎপত্তি ও বিলয় দেখা যায় এবং বুঝা

যায়। যেহেতু ইহার উৎপত্তি ও বিলয় উপলব্ধি করা হয়, সুতরাং ইহা বলা যেতে পারে- 'আমার মধ্যে আত্মা উৎপত্তি হয় ও বিলয় হয়।' সেই জন্য যদি কেউ বলে, 'জিহবা-তৃষ্ণা আত্মা', তা গ্রহণযোগ্য নয়।' অতএব, জিহ্বা অনাত্মা, রস অনাত্মা, জিহবা-বিজ্ঞান (চিত্ত) অনাত্মা, জিহবা-স্পর্শ অনাত্মা, জিহবা-বেদনা (অনুভূতি) অনাত্মা, জিহবা-তৃষ্ণা অনাত্মা।

১৪। (v) "যদি কেউ বলে, 'কায় আত্মা', তা গ্রহণযোগ্য নয়। কায়ের উৎপত্তি ও বিলয় দেখা যায় এবং বুঝা যায়। যেহেতু ইহার উৎপত্তি ও বিলয় উপলব্ধি করা হয়, সুতরাং ইহা বলা যেতে পারে- 'আমার মধ্যে আত্মা উৎপত্তি হয় ও বিলয় হয়।' সেই জন্য যদি কেউ বলে, 'কায় আত্মা', তা গ্রহণযোগ্য নয়।' অতএব, কায় অনাত্মা।

"যদি কেউ বলে, 'রূপ আত্মা', তা গ্রহণযোগ্য নয়। রূপের উৎপত্তি ও বিলয় দেখা যায় এবং বুঝা যায়। যেহেতু ইহার উৎপত্তি ও বিলয় উপলব্ধি করা হয়, সুতরাং ইহা বলা যেতে পারে- 'আমার মধ্যে আত্মা উৎপত্তি হয় ও বিলয় হয়।' সেই জন্য যদি কেউ বলে, 'রূপ আত্মা', তা গ্রহণযোগ্য নয়।' অতএব, কায় অনাত্মা, রূপ অনাত্মা।

"যদি কেউ বলে, 'কায়-বিজ্ঞান (চিত্ত) আত্মা', তা গ্রহণযোগ্য নয়। কায়-বিজ্ঞানের (চিত্তের) উৎপত্তি ও বিলয় দেখা যায় এবং বুঝা যায়। যেহেতু ইহার উৎপত্তি ও বিলয়

উপলব্ধি করা হয়, সুতরাং ইহা বলা যেতে পারে- ‘আমার মধ্যে আত্মা উৎপত্তি হয় ও বিলয় হয়।’ সেই জন্য যদি কেউ বলে, ‘কায়-বিজ্ঞান (চিত্ত) আত্মা’, তা গ্রহণযোগ্য নয়।’ অতএব, কায় অনাত্মা, রূপ অনাত্মা, কায়-বিজ্ঞান (চিত্ত) অনাত্মা।

“যদি কেউ বলে, ‘কায়-স্পর্শ আত্মা’, তা গ্রহণযোগ্য নয়। কায়-স্পর্শের উৎপত্তি ও বিলয় দেখা যায় এবং বুঝা যায়। যেহেতু ইহার উৎপত্তি ও বিলয় উপলব্ধি করা হয়, সুতরাং ইহা বলা যেতে পারে- ‘আমার মধ্যে আত্মা উৎপত্তি হয় ও বিলয় হয়।’ সেই জন্য যদি কেউ বলে, ‘কায়-স্পর্শ আত্মা’, তা গ্রহণযোগ্য নয়।’ অতএব, কায় অনাত্মা, রূপ অনাত্মা, কায়-বিজ্ঞান (চিত্ত) অনাত্মা, কায়-স্পর্শ অনাত্মা।

“যদি কেউ বলে, ‘কায়-বেদনা (অনুভূতি) আত্মা’, তা গ্রহণযোগ্য নয়। কায়-বেদনার (অনুভূতির) উৎপত্তি ও বিলয় দেখা যায় এবং বুঝা যায়। যেহেতু ইহার উৎপত্তি ও বিলয় উপলব্ধি করা হয়, সুতরাং ইহা বলা যেতে পারে- ‘আমার মধ্যে আত্মা উৎপত্তি হয় ও বিলয় হয়।’ সেই জন্য যদি কেউ বলে, ‘কায়-বেদনা (অনুভূতি) আত্মা’, তা গ্রহণযোগ্য নয়।’ অতএব, কায় অনাত্মা, রূপ অনাত্মা, কায়-বিজ্ঞান (চিত্ত) অনাত্মা, কায়-স্পর্শ অনাত্মা, কায়-বেদনা (অনুভূতি) অনাত্মা।

“যদি কেউ বলে, ‘কায়-তৃষ্ণা আত্মা’, তা গ্রহণযোগ্য নয়। কায়-তৃষ্ণার উৎপত্তি ও বিলয় দেখা যায় এবং বুঝা যায়।

যেহেতু ইহার উৎপত্তি ও বিলয় উপলব্ধি করা হয়, সুতরাং ইহা বলা যেতে পারে- 'আমার মধ্যে আত্মা উৎপত্তি হয় ও বিলয় হয়।' সেই জন্য যদি কেউ বলে, 'কায়-তৃষ্ণা আত্মা', তা গ্রহণযোগ্য নয়।' অতএব, কায় অনাত্মা, রূপ অনাত্মা, কায়-বিজ্ঞান (চিত্ত) অনাত্মা, কায়-স্পর্শ অনাত্মা, কায়-বেদনা (অনুভূতি) অনাত্মা, কায়-তৃষ্ণা অনাত্মা।

১৫। (vi) "যদি কেউ বলে, 'মন আত্মা', তা গ্রহণযোগ্য নয়। মনের উৎপত্তি ও বিলয় দেখা যায় এবং বুঝা যায়। যেহেতু ইহার উৎপত্তি ও বিলয় উপলব্ধি করা হয়, সুতরাং ইহা বলা যেতে পারে- 'আমার মধ্যে আত্মা উৎপত্তি হয় ও বিলয় হয়।' সেই জন্য যদি কেউ বলে, 'মন আত্মা', তা গ্রহণযোগ্য নয়।' অতএব, মন অনাত্মা।

"যদি কেউ বলে, 'ধর্ম আত্মা', তা গ্রহণযোগ্য নয়। ধর্মের উৎপত্তি ও বিলয় দেখা যায় এবং বুঝা যায়। যেহেতু ইহার উৎপত্তি ও বিলয় উপলব্ধি করা হয়, সুতরাং ইহা বলা যেতে পারে- 'আমার মধ্যে আত্মা উৎপত্তি হয় ও বিলয় হয়।' সেই জন্য যদি কেউ বলে, 'ধর্ম আত্মা', তা গ্রহণযোগ্য নয়।' অতএব, মন অনাত্মা, ধর্ম অনাত্মা।

"যদি কেউ বলে, 'মনো-বিজ্ঞান (চিত্ত) আত্মা', তা গ্রহণযোগ্য নয়। মনো-বিজ্ঞানের (চিত্তের) উৎপত্তি ও বিলয় দেখা যায় এবং বুঝা যায়। যেহেতু ইহার উৎপত্তি ও বিলয়

উপলব্ধি করা হয়, সুতরাং ইহা বলা যেতে পারে- 'আমার মধ্যে আত্মা উৎপত্তি হয় ও বিলয় হয়।' সেই জন্য যদি কেউ বলে, 'মনো-বিজ্ঞান (চিত্ত) আত্মা', তা গ্রহণযোগ্য নয়।' অতএব, মন অনাত্মা, ধর্ম অনাত্মা, মনো-বিজ্ঞান (চিত্ত) অনাত্মা।

"যদি কেউ বলে, 'মন-স্পর্শ আত্মা', তা গ্রহণযোগ্য নয়। মন-স্পর্শের উৎপত্তি ও বিলয় দেখা যায় এবং বুঝা যায়। যেহেতু ইহার উৎপত্তি ও বিলয় উপলব্ধি করা হয়, সুতরাং ইহা বলা যেতে পারে- 'আমার মধ্যে আত্মা উৎপত্তি হয় ও বিলয় হয়।' সেই জন্য যদি কেউ বলে, 'মন-স্পর্শ আত্মা', তা গ্রহণযোগ্য নয়।' অতএব, মন অনাত্মা, ধর্ম অনাত্মা, মনো-বিজ্ঞান (চিত্ত) অনাত্মা, মনো-স্পর্শ অনাত্মা।

"যদি কেউ বলে, 'মনো-বেদনা (অনুভূতি) আত্মা', তা গ্রহণযোগ্য নয়। মনো-বেদনার (অনুভূতির) উৎপত্তি ও বিলয় দেখা যায় এবং বুঝা যায়। যেহেতু ইহার উৎপত্তি ও বিলয় উপলব্ধি করা হয়, সুতরাং ইহা বলা যেতে পারে- 'আমার মধ্যে আত্মা উৎপত্তি হয় ও বিলয় হয়।' সেই জন্য যদি কেউ বলে, 'মনো-বেদনা (অনুভূতি) আত্মা', তা গ্রহণযোগ্য নয়।' অতএব, মন অনাত্মা, ধর্ম অনাত্মা, মনো-বিজ্ঞান (চিত্ত) অনাত্মা, মনো-স্পর্শ অনাত্মা, মনো-বেদনা (অনুভূতি) অনাত্মা।

"যদি কেউ বলে, 'মনো-তৃষ্ণা আত্মা', তা গ্রহণযোগ্য নয়। মনো-তৃষ্ণার উৎপত্তি ও বিলয় দেখা যায় এবং বুঝা যায়।

যেহেতু ইহার উৎপত্তি ও বিলয় উপলব্ধি করা হয়, সুতরাং ইহা বলা যেতে পারে- 'আমার মধ্যে আত্মা উৎপত্তি হয় ও বিলয় হয়।' সেই জন্য যদি কেউ বলে, 'মনো-তৃষ্ণা আত্মা', তা গ্রহণযোগ্য নয়।' অতএব, মন অনাত্মা, ধর্ম অনাত্মা, মনো-বিজ্ঞান (চিত্ত) অনাত্মা, মনো-স্পর্শ অনাত্মা, মনো-বেদনা (অনুভূতি) অনাত্মা, মনো-তৃষ্ণা অনাত্মা।

(আত্মার উৎপত্তি)

১৬। "এখন, হে ভিক্ষুগণ, ইহা আত্মা উৎপত্তিগামী পথ- কেউ চক্ষু মাধ্যমে এভাবে দর্শন করে, 'ইহা আমার, আমি ইহা হই, ইহা আমার আত্মা।' কেউ রূপের মাধ্যমে এভাবে দর্শন করে, 'ইহা আমার, আমি ইহা হই, ইহা আমার আত্মা।' কেউ চক্ষু-বিজ্ঞানের (চিত্তের) মাধ্যমে এভাবে দর্শন করে, 'ইহা আমার, আমি ইহা হই, ইহা আমার আত্মা।' কেউ চক্ষু-স্পর্শের মাধ্যমে এভাবে দর্শন করে, 'ইহা আমার, আমি ইহা হই, ইহা আমার আত্মা।' কেউ চক্ষু-বেদনার (অনুভূতির) মাধ্যমে এভাবে দর্শন করে, 'ইহা আমার, আমি ইহা হই, ইহা আমার আত্মা।' কেউ চক্ষু-তৃষ্ণার মাধ্যমে এভাবে দর্শন করে, 'ইহা আমার, আমি ইহা হই, ইহা আমার আত্মা।'

১৭। "কেউ কর্ণ মাধ্যমে এভাবে দর্শন করে, 'ইহা আমার, আমি ইহা হই, ইহা আমার আত্মা।' কেউ শব্দের মাধ্যমে

এভাবে দর্শন করে, ‘ইহা আমার, আমি ইহা হই, ইহা আমার আত্মা।’ কেউ কর্ণ-বিজ্ঞানের (চিত্তের) মাধ্যমে এভাবে দর্শন করে, ‘ইহা আমার, আমি ইহা হই, ইহা আমার আত্মা।’ কেউ কর্ণ-স্পর্শের মাধ্যমে এভাবে দর্শন করে, ‘ইহা আমার, আমি ইহা হই, ইহা আমার আত্মা।’ কেউ কর্ণ-বেদনার (অনুভূতির) মাধ্যমে এভাবে দর্শন করে, ‘ইহা আমার, আমি ইহা হই, ইহা আমার আত্মা।’ কেউ কর্ণ-তৃষ্ণার মাধ্যমে এভাবে দর্শন করে, ‘ইহা আমার, আমি ইহা হই, ইহা আমার আত্মা।’

১৮। “কেউ নাসিকা মাধ্যমে এভাবে দর্শন করে, ‘ইহা আমার, আমি ইহা হই, ইহা আমার আত্মা।’ কেউ গন্ধের মাধ্যমে এভাবে দর্শন করে, ‘ইহা আমার, আমি ইহা হই, ইহা আমার আত্মা।’ কেউ নাসিকা-বিজ্ঞানের (চিত্তের) মাধ্যমে এভাবে দর্শন করে, ‘ইহা আমার, আমি ইহা হই, ইহা আমার আত্মা।’ কেউ নাসিকা-স্পর্শের মাধ্যমে এভাবে দর্শন করে, ‘ইহা আমার, আমি ইহা হই, ইহা আমার আত্মা।’ কেউ নাসিকা-বেদনার (অনুভূতির) মাধ্যমে এভাবে দর্শন করে, ‘ইহা আমার, আমি ইহা হই, ইহা আমার আত্মা।’ কেউ নাসিকা-তৃষ্ণার মাধ্যমে এভাবে দর্শন করে, ‘ইহা আমার, আমি ইহা হই, ইহা আমার আত্মা।’

১৯। “কেউ জিহ্বা মাধ্যমে এভাবে দর্শন করে, ‘ইহা আমার, আমি ইহা হই, ইহা আমার আত্মা।’ কেউ রসের

মাধ্যমে এভাবে দর্শন করে, ‘ইহা আমার, আমি ইহা হই, ইহা আমার আত্মা।’ কেউ জিহ্বা-বিজ্ঞানের (চিত্তের) মাধ্যমে এভাবে দর্শন করে, ‘ইহা আমার, আমি ইহা হই, ইহা আমার আত্মা।’ কেউ জিহ্বা-স্পর্শের মাধ্যমে এভাবে দর্শন করে, ‘ইহা আমার, আমি ইহা হই, ইহা আমার আত্মা।’ কেউ জিহ্বা-বেদনার (অনুভূতির) মাধ্যমে এভাবে দর্শন করে, ‘ইহা আমার, আমি ইহা হই, ইহা আমার আত্মা।’ কেউ জিহ্বা-তৃষ্ণার মাধ্যমে এভাবে দর্শন করে, ‘ইহা আমার, আমি ইহা হই, ইহা আমার আত্মা।’

২০। “কেউ কায় মাধ্যমে এভাবে দর্শন করে, ‘ইহা আমার, আমি ইহা হই, ইহা আমার আত্মা।’ কেউ স্পর্শের মাধ্যমে এভাবে দর্শন করে, ‘ইহা আমার, আমি ইহা হই, ইহা আমার আত্মা।’ কেউ কায়-বিজ্ঞানের (চিত্তের) মাধ্যমে এভাবে দর্শন করে, ‘ইহা আমার, আমি ইহা হই, ইহা আমার আত্মা।’ কেউ কায়-স্পর্শের মাধ্যমে এভাবে দর্শন করে, ‘ইহা আমার, আমি ইহা হই, ইহা আমার আত্মা।’ কেউ কায়-বেদনার (অনুভূতির) মাধ্যমে এভাবে দর্শন করে, ‘ইহা আমার, আমি ইহা হই, ইহা আমার আত্মা।’ কেউ কায়-তৃষ্ণার মাধ্যমে এভাবে দর্শন করে, ‘ইহা আমার, আমি ইহা হই, ইহা আমার আত্মা।’

২১। “কেউ মনের মাধ্যমে এভাবে দর্শন করে, ‘ইহা আমার, আমি ইহা হই, ইহা আমার আত্মা।’ কেউ ধর্মের মাধ্যমে এভাবে দর্শন করে, ‘ইহা আমার, আমি ইহা হই, ইহা আমার আত্মা।’ কেউ মনো-বিজ্ঞানের (চিত্তের) মাধ্যমে এভাবে দর্শন করে, ‘ইহা আমার, আমি ইহা হই, ইহা আমার আত্মা।’ কেউ মনো-স্পর্শের মাধ্যমে এভাবে দর্শন করে, ‘ইহা আমার, আমি ইহা হই, ইহা আমার আত্মা।’ কেউ মনো-বেদনার (অনুভূতির) মাধ্যমে এভাবে দর্শন করে, ‘ইহা আমার, আমি ইহা হই, ইহা আমার আত্মা।’ কেউ মনো-তৃষ্ণার মাধ্যমে এভাবে দর্শন করে, ‘ইহা আমার, আমি ইহা হই, ইহা আমার আত্মা।’

(আত্মার নিরোধ)

২২। “এখন, হে ভিক্ষুগণ, ইহা আত্মা নিরোধগামী পথ- (i) কেউ চক্ষু মাধ্যমে এভাবে দর্শন করে, ‘ইহা আমার নয়, আমি ইহা হই না, ইহা আমার আত্মা নয়।’ কেউ রূপের মাধ্যমে এভাবে দর্শন করে, ‘ইহা আমার নয়, আমি ইহা হই না, ইহা আমার আত্মা নয়।’ কেউ চক্ষু-বিজ্ঞানের (চিত্তের) মাধ্যমে এভাবে দর্শন করে, ‘ইহা আমার নয়, আমি ইহা হই না, ইহা আমার আত্মা নয়।’ কেউ চক্ষু-স্পর্শের মাধ্যমে এভাবে দর্শন করে, ‘ইহা আমার নয়, আমি ইহা হই না, ইহা আমার আত্মা নয়।’ কেউ চক্ষু-বেদনার (অনুভূতির) মাধ্যমে এভাবে

দর্শন করে, ‘ইহা আমার নয়, আমি ইহা হই না, ইহা আমার আত্মা নয়।’ কেউ চক্ষু-তৃষ্ণার মাধ্যমে এভাবে দর্শন করে, ‘ইহা আমার নয়, আমি ইহা হই না, ইহা আমার আত্মা নয়।

২৩। “কেউ কর্ণ মাধ্যমে এভাবে দর্শন করে, ‘ইহা আমার নয়, আমি ইহা হই না, ইহা আমার আত্মা নয়।’ কেউ শব্দের মাধ্যমে এভাবে দর্শন করে, ‘ইহা আমার নয়, আমি ইহা হই না, ইহা আমার আত্মা নয়।’ কেউ কর্ণ-বিজ্ঞানের (চিত্তের) মাধ্যমে এভাবে দর্শন করে, ‘ইহা আমার নয়, আমি ইহা হই না, ইহা আমার আত্মা নয়।’ কেউ কর্ণ-স্পর্শের মাধ্যমে এভাবে দর্শন করে, ‘ইহা আমার নয়, আমি ইহা হই না, ইহা আমার আত্মা নয়।’ কেউ কর্ণ-বেদনার (অনুভূতির) মাধ্যমে এভাবে দর্শন করে, ‘ইহা আমার নয়, আমি ইহা হই না, ইহা আমার আত্মা নয়।’ কেউ কর্ণ-তৃষ্ণার মাধ্যমে এভাবে দর্শন করে, ‘ইহা আমার নয়, আমি ইহা হই না, ইহা আমার আত্মা নয়।

২৪। “কেউ নাসিকা মাধ্যমে এভাবে দর্শন করে, ‘ইহা আমার নয়, আমি ইহা হই না, ইহা আমার আত্মা নয়।’ কেউ গন্ধের মাধ্যমে এভাবে দর্শন করে, ‘ইহা আমার নয়, আমি ইহা হই না, ইহা আমার আত্মা নয়।’ কেউ নাসিকা-বিজ্ঞানের (চিত্তের) মাধ্যমে এভাবে দর্শন করে, ‘ইহা আমার নয়, আমি ইহা হই না, ইহা আমার আত্মা নয়।’ কেউ নাসিকা-স্পর্শের মাধ্যমে এভাবে দর্শন করে, ‘ইহা আমার নয়, আমি ইহা হই

না, ইহা আমার আত্মা নয়।' কেউ নাসিকা-বেদনার (অনুভূতির) মাধ্যমে এভাবে দর্শন করে, 'ইহা আমার নয়, আমি ইহা হই না, ইহা আমার আত্মা নয়।' কেউ নাসিকা-তৃষ্ণার মাধ্যমে এভাবে দর্শন করে, 'ইহা আমার নয়, আমি ইহা হই না, ইহা আমার আত্মা নয়।'

২৫। "কেউ জিহ্বা মাধ্যমে এভাবে দর্শন করে, 'ইহা আমার নয়, আমি ইহা হই না, ইহা আমার আত্মা নয়।' কেউ রসের মাধ্যমে এভাবে দর্শন করে, 'ইহা আমার নয়, আমি ইহা হই না, ইহা আমার আত্মা নয়।' কেউ জিহ্বা-বিজ্ঞানের (চিত্তের) মাধ্যমে এভাবে দর্শন করে, 'ইহা আমার নয়, আমি ইহা হই না, ইহা আমার আত্মা নয়।' কেউ জিহ্বা-স্পর্শের মাধ্যমে এভাবে দর্শন করে, 'ইহা আমার নয়, আমি ইহা হই না, ইহা আমার আত্মা নয়।' কেউ জিহ্বা-বেদনার (অনুভূতির) মাধ্যমে এভাবে দর্শন করে, 'ইহা আমার নয়, আমি ইহা হই না, ইহা আমার আত্মা নয়।' কেউ জিহ্বা-তৃষ্ণার মাধ্যমে এভাবে দর্শন করে, 'ইহা আমার নয়, আমি ইহা হই না, ইহা আমার আত্মা নয়।'

২৬। "কেউ কায় মাধ্যমে এভাবে দর্শন করে, 'ইহা আমার নয়, আমি ইহা হই না, ইহা আমার আত্মা নয়।' কেউ স্পর্শের মাধ্যমে এভাবে দর্শন করে, 'ইহা আমার নয়, আমি ইহা হই না, ইহা আমার আত্মা নয়।' কেউ কায়-বিজ্ঞানের

(চিত্তের) মাধ্যমে এভাবে দর্শন করে, 'ইহা আমার নয়, আমি ইহা হই না, ইহা আমার আত্মা নয়।' কেউ কায়-স্পর্শের মাধ্যমে এভাবে দর্শন করে, 'ইহা আমার নয়, আমি ইহা হই না, ইহা আমার আত্মা নয়।' কেউ কায়-বেদনার (অনুভূতির) মাধ্যমে এভাবে দর্শন করে, 'ইহা আমার নয়, আমি ইহা হই না, ইহা আমার আত্মা নয়।' কেউ কায়-তৃষ্ণার মাধ্যমে এভাবে দর্শন করে, 'ইহা আমার নয়, আমি ইহা হই না, ইহা আমার আত্মা নয়।'

২৭। "কেউ মনের মাধ্যমে এভাবে দর্শন করে, 'ইহা আমার নয়, আমি ইহা হই না, ইহা আমার আত্মা নয়।' কেউ ধর্মের মাধ্যমে এভাবে দর্শন করে, 'ইহা আমার নয়, আমি ইহা হই না, ইহা আমার আত্মা নয়।' কেউ মনো-বিজ্ঞানের (চিত্তের) মাধ্যমে এভাবে দর্শন করে, 'ইহা আমার নয়, আমি ইহা হই না, ইহা আমার আত্মা নয়।' কেউ মনো-স্পর্শের মাধ্যমে এভাবে দর্শন করে, 'ইহা আমার নয়, আমি ইহা হই না, ইহা আমার আত্মা নয়।' কেউ মনো-বেদনার (অনুভূতির) মাধ্যমে এভাবে দর্শন করে, 'ইহা আমার নয়, আমি ইহা হই না, ইহা আমার আত্মা নয়।' কেউ মনো-তৃষ্ণার মাধ্যমে এভাবে দর্শন করে, 'ইহা আমার নয়, আমি ইহা হই না, ইহা আমার আত্মা নয়।'

(অন্তর্নিহিত প্রবণতা)

২৮। (i) “হে ভিক্ষুগণ, চক্ষু ও রূপে কারণে চক্ষু-বিজ্ঞান (চিত্ত) উৎপন্ন হয়; এই তিনের সংযোগে চক্ষু-স্পর্শ; চক্ষু-স্পর্শের কারণে সুখ, দুঃখ অথবা দুঃখও-নয়-সুখও-নয় চক্ষু-বেদনা (অনুভূতি) উৎপন্ন হয়। যখন কেউ সুখ বেদনায় (চক্ষু-অনুভূতিয়) স্পর্শিত হয়ে আনন্দিত হয়, উল্লাস প্রকাশ করে, গভীর মনোযোগের সাথে রত থাকে, তখন তার মধ্যে কামনাবাসনা অন্তর্নিহিত প্রবণতা হয়ে থাকে। যখন কেউ দুঃখ বেদনায় (চক্ষু-অনুভূতিয়) স্পর্শিত হয়ে শোক করে, কষ্ট পায়, বিলাপ করে, নিজের স্তন বারবার আঘাত করে কাঁদে এবং বিক্ষিপ্তচিত্ত হয়, তখন তার মধ্যে বিরক্তি অন্তর্নিহিত প্রবণতা হয়ে থাকে। যখন কেউ দুঃখও-নয়-সুখও-নয় বেদনায় (চক্ষু-অনুভূতিয়) স্পর্শিত হয়ে সেই বেদনার (চক্ষু-অনুভূতির) উৎপত্তি, অন্তর্ধান, বাসনা পূরণ, বিপদ এবং মুক্তি যথার্থভাবে বুঝে না, তখন তার মধ্যে অবিদ্যা অন্তর্নিহিত প্রবণতা হয়ে থাকে।

হে ভিক্ষুগণ, সুখ বেদনায় (চক্ষু-অনুভূতিয়) কামনাবাসনা অন্তর্নিহিত প্রবণতা পরিত্যাগ না করে, দুঃখ বেদনায় (চক্ষু-অনুভূতিয়) বিরক্তি অন্তর্নিহিত প্রবণতা উচ্ছেদ না করে, দুঃখও-নয়-সুখও-নয় বেদনার (চক্ষু-অনুভূতির) অবিদ্যা অন্তর্নিহিত প্রবণতা সম্পূর্ণ ধবংস না করে, অবিদ্যা পরিত্যাগ

না করে, বিদ্যা উৎপাদন না করে সত্য জ্ঞানে দুঃখের অবসান হবে- ইহা সম্ভব নয়।

২৯। "হে ভিক্ষুগণ, কর্ণ ও শব্দে কারণে কর্ণ-বিজ্ঞান (চিত্ত) উৎপন্ন হয়; এই তিনের সংযোগে কর্ণ-স্পর্শ; কর্ণ-স্পর্শের কারণে সুখ, দুঃখ অথবা দুঃখও-নয়-সুখও-নয় কর্ণ-বেদনা (অনুভূতি) উৎপন্ন হয়। যখন কেউ সুখ বেদনায় (কর্ণ-অনুভূতিয়) স্পর্শিত হয়ে আনন্দিত হয়, উল্লাস প্রকাশ করে, গভীর মনোযোগের সাথে রত থাকে, তখন তার মধ্যে আসক্তি অন্তর্নিহিত প্রবণতা হয়ে থাকে। যখন কেউ দুঃখ বেদনায় (কর্ণ-অনুভূতিয়) স্পর্শিত হয়ে শোক করে, কষ্ট পায়, বিলাপ করে, নিজের স্তন বারবার আঘাত করে কাঁদে এবং বিক্ষিপ্তচিত্ত হয়, তখন তার মধ্যে বিরক্তি অন্তর্নিহিত প্রবণতা হয়ে থাকে। যখন কেউ দুঃখও-নয়-সুখও-নয় বেদনায় (কর্ণ-অনুভূতিয়) স্পর্শিত হয়ে সেই বেদনার (কর্ণ-অনুভূতির) উৎপত্তি, অন্তর্ধান, বাসনা পূরণ, বিপদ এবং মুক্তি যথার্থভাবে বুঝে না, তখন তার মধ্যে অবিদ্যা অন্তর্নিহিত প্রবণতা হয়ে থাকে।

হে ভিক্ষুগণ, সুখ বেদনায় (কর্ণ-অনুভূতিয়) কামনাবাসনা অন্তর্নিহিত প্রবণতা পরিত্যাগ না করে, দুঃখ বেদনায় (কর্ণ-অনুভূতিয়) বিরক্তি অন্তর্নিহিত প্রবণতা উচ্ছেদ না করে, দুঃখও-নয়-সুখও-নয় বেদনার (কর্ণ-অনুভূতির) অবিদ্যা অন্তর্নিহিত প্রবণতা সম্পূর্ণ ধবংস না করে, অবিদ্যা পরিত্যাগ

না করে, বিদ্যা উৎপাদন না করে সত্য জ্ঞানে দুঃখের অবসান হবে- ইহা সম্ভব নয়।

৩০। “হে ভিক্ষুগণ, নাসিকা ও গন্ধে কারণে নাসিকা-বিজ্ঞান (চিত্ত) উৎপন্ন হয়; এই তিনের সংযোগে নাসিকা-স্পর্শ; নাসিকা-স্পর্শের কারণে সুখ, দুঃখ অথবা দুঃখও-নয়-সুখও-নয় নাসিকা-বেদনা (অনুভূতি) উৎপন্ন হয়। যখন কেউ সুখ বেদনায় (নাসিকা-অনুভূতিয়) স্পর্শিত হয়ে আনন্দিত হয়, উল্লাস প্রকাশ করে, গভীর মনোযোগের সাথে রত থাকে, তখন তার মধ্যে আসক্তি অন্তর্নিহিত প্রবণতা হয়ে থাকে। যখন কেউ দুঃখ বেদনায় (নাসিকা-অনুভূতিয়) স্পর্শিত হয়ে শোক করে, কষ্ট পায়, বিলাপ করে, নিজের স্তন বারবার আঘাত করে কাঁদে এবং বিক্ষিপ্তচিত্ত হয়, তখন তার মধ্যে বিরক্তি অন্তর্নিহিত প্রবণতা হয়ে থাকে। যখন কেউ দুঃখও-নয়-সুখও-নয় বেদনায় (নাসিকা-অনুভূতিয়) স্পর্শিত হয়ে সেই বেদনার (নাসিকা-অনুভূতির) উৎপত্তি, অন্তর্ধান, বাসনা পূরণ, বিপদ এবং মুক্তি যথার্থভাবে বুঝে না, তখন তার মধ্যে অবিদ্যা অন্তর্নিহিত প্রবণতা হয়ে থাকে।

হে ভিক্ষুগণ, সুখ বেদনায় (নাসিকা-অনুভূতিয়) কামনাবাসনা অন্তর্নিহিত প্রবণতা পরিত্যাগ না করে, দুঃখ বেদনায় (নাসিকা-অনুভূতিয়) বিরক্তি অন্তর্নিহিত প্রবণতা উচ্ছেদ না করে, দুঃখও-নয়-সুখও-নয় বেদনার (নাসিকা-

অনুভূতির) অবিদ্যা অন্তর্নিহিত প্রবণতা সম্পূর্ণ ধবংস না করে, অবিদ্যা পরিত্যাগ না করে, বিদ্যা উৎপাদন না করে সত্য জ্ঞানে দুঃখের অবসান হবে- ইহা সম্ভব নয়।

৩১। “হে ভিক্ষুগণ, জিহ্বা ও রসে কারণে জিহ্বা-বিজ্ঞান (চিত্ত) উৎপন্ন হয়; এই তিনের সংযোগে জিহ্বা-স্পর্শ; জিহ্বা-স্পর্শের কারণে সুখ, দুঃখ অথবা দুঃখও-নয়-সুখও-নয় জিহ্বা-বেদনা (অনুভূতি) উৎপন্ন হয়। যখন কেউ সুখ বেদনায় (জিহ্বা-অনুভূতিয়) স্পর্শিত হয়ে আনন্দিত হয়, উল্লাস প্রকাশ করে, গভীর মনোযোগের সাথে রত থাকে, তখন তার মধ্যে আসক্তি অন্তর্নিহিত প্রবণতা হয়ে থাকে। যখন কেউ দুঃখ বেদনায় (জিহ্বা-অনুভূতিয়) স্পর্শিত হয়ে শোক করে, কষ্ট পায়, বিলাপ করে, নিজের স্তন বারবার আঘাত করে কাঁদে এবং বিক্ষিপ্তচিত্ত হয়, তখন তার মধ্যে বিরক্তি অন্তর্নিহিত প্রবণতা হয়ে থাকে। যখন কেউ দুঃখও-নয়-সুখও-নয় বেদনায় (জিহ্বা-অনুভূতিয়) স্পর্শিত হয়ে সেই বেদনার (জিহ্বা-অনুভূতির) উৎপত্তি, অন্তর্ধান, বাসনা পূরণ, বিপদ এবং মুক্তি যথার্থভাবে বুঝে না, তখন তার মধ্যে অবিদ্যা অন্তর্নিহিত প্রবণতা হয়ে থাকে।

হে ভিক্ষুগণ, সুখ বেদনায় (জিহ্বা-অনুভূতিয়) কামনাবাসনা অন্তর্নিহিত প্রবণতা পরিত্যাগ না করে, দুঃখ বেদনায় (জিহ্বা-অনুভূতিয়) বিরক্তি অন্তর্নিহিত প্রবণতা উচ্ছেদ

না করে, দুঃখও-নয়-সুখও-নয় বেদনার (জিহ্বা-অনুভূতির) অবিদ্যা অন্তর্নিহিত প্রবণতা সম্পূর্ণ ধ্বংস না করে, অবিদ্যা পরিত্যাগ না করে, বিদ্যা উৎপাদন না করে সত্য জ্ঞানে দুঃখের অবসান হবে- ইহা সম্ভব নয়।

৩২। "হে ভিক্ষুগণ, কায় ও স্পর্শে কারণে কায়-বিজ্ঞান (চিত্ত) উৎপন্ন হয়; এই তিনের সংযোগে কায়-স্পর্শ; কায়-স্পর্শের কারণে সুখ, দুঃখ অথবা দুঃখও-নয়-সুখও-নয় কায়-বেদনা (অনুভূতি) উৎপন্ন হয়। যখন কেউ সুখ বেদনায় (কায়-অনুভূতিয়) স্পর্শিত হয়ে আনন্দিত হয়, উল্লাস প্রকাশ করে, গভীর মনোযোগের সাথে রত থাকে, তখন তার মধ্যে আসক্তি অন্তর্নিহিত প্রবণতা হয়ে থাকে। যখন কেউ দুঃখ বেদনায় (কায়-অনুভূতিয়) স্পর্শিত হয়ে শোক করে, কষ্ট পায়, বিলাপ করে, নিজের স্তন বারবার আঘাত করে কাঁদে এবং বিক্ষিপ্তচিত্ত হয়, তখন তার মধ্যে বিরক্তি অন্তর্নিহিত প্রবণতা হয়ে থাকে। যখন কেউ দুঃখও-নয়-সুখও-নয় বেদনায় (কায়-অনুভূতিয়) স্পর্শিত হয়ে সেই বেদনার (কায়-অনুভূতির) উৎপত্তি, অন্তর্ধান, বাসনা পূরণ, বিপদ এবং মুক্তি যথার্থভাবে বুঝে না, তখন তার মধ্যে অবিদ্যা অন্তর্নিহিত প্রবণতা হয়ে থাকে।

হে ভিক্ষুগণ, সুখ বেদনায় (কায়-অনুভূতিয়) কামনাবাসনা অন্তর্নিহিত প্রবণতা পরিত্যাগ না করে, দুঃখ বেদনায় (কায়-অনুভূতিয়) বিরক্তি অন্তর্নিহিত প্রবণতা উচ্ছেদ না করে,

দুঃখও-নয়-সুখও-নয় বেদনার (কায়-অনুভূতির) অবিদ্যা অন্তর্নিহিত প্রবণতা সম্পূর্ণ ধবংস না করে, অবিদ্যা পরিত্যাগ না করে, বিদ্যা উৎপাদন না করে সত্য জ্ঞানে দুঃখের অবসান হবে- ইহা সম্ভব নয়।

৩৩। "হে ভিক্ষুগণ, মন ও ধর্মে কারণে মনো-বিজ্ঞান (চিত্ত) উৎপন্ন হয়; এই তিনের সংযোগে মনো-স্পর্শ; মনো-স্পর্শের কারণে সুখ, দুঃখ অথবা দুঃখও-নয়-সুখও-নয় মনো-বেদনা (অনুভূতি) উৎপন্ন হয়। যখন কেউ সুখ বেদনায় (মনো-অনুভূতিয়) স্পর্শিত হয়ে আনন্দিত হয়, উল্লাস প্রকাশ করে, গভীর মনোযোগের সাথে রত থাকে, তখন তার মধ্যে আসক্তি অন্তর্নিহিত প্রবণতা হয়ে থাকে। যখন কেউ দুঃখ বেদনায় (মনো-অনুভূতিয়) স্পর্শিত হয়ে শোক করে, কষ্ট পায়, বিলাপ করে, নিজের স্তন বারবার আঘাত করে কাঁদে এবং বিক্ষিপ্তচিত্ত হয়, তখন তার মধ্যে বিরক্তি অন্তর্নিহিত প্রবণতা হয়ে থাকে। যখন কেউ দুঃখও-নয়-সুখও-নয় বেদনায় (মনো-অনুভূতিয়) স্পর্শিত হয়ে সেই বেদনার (মনো-অনুভূতির) উৎপত্তি, অন্তর্ধান, বাসনা পূরণ, বিপদ এবং মুক্তি যথার্থভাবে বুঝে না, তখন তার মধ্যে অবিদ্যা অন্তর্নিহিত প্রবণতা হয়ে থাকে।

হে ভিক্ষুগণ, সুখ বেদনায় (মনো-অনুভূতিয়) কামনাবাসনা অন্তর্নিহিত প্রবণতা পরিত্যাগ না করে, দুঃখ বেদনায় (মনো-অনুভূতিয়) বিরক্তি অন্তর্নিহিত প্রবণতা উচ্ছেদ না করে,

দুঃখও-নয়-সুখও-নয় বেদনার (মনো-অনুভূতির) অবিদ্যা অন্তর্নিহিত প্রবণতা সম্পূর্ণ ধবংস না করে, অবিদ্যা পরিত্যাগ না করে, বিদ্যা উৎপাদন না করে সত্য জ্ঞানে দুঃখের অবসান হবে- ইহা সম্ভব নয়।

(অন্তর্নিহিত প্রবণতা পরিত্যাগ)

৩৪। (i) "হে ভিক্ষুগণ, চক্ষু ও রূপে কারণে চক্ষু-বিজ্ঞান (চিত্ত) উৎপন্ন হয়; এই তিনের সংযোগে চক্ষু-স্পর্শ; চক্ষু-স্পর্শের কারণে সুখ, দুঃখ অথবা দুঃখও-নয়-সুখও-নয় চক্ষু-বেদনা (অনুভূতি) উৎপন্ন হয়। যখন কেউ সুখ বেদনায় (চক্ষু-অনুভূতিয়) স্পর্শিত হয়ে আনন্দিত হয় না, উল্লাস প্রকাশ করে না, গভীর মনোযোগের সাথে রত থাকে না, তখন তার মধ্যে আসক্তি অন্তর্নিহিত প্রবণতা হয়ে থাকে না। যখন কেউ দুঃখ বেদনায় (চক্ষু-অনুভূতিয়) স্পর্শিত হয়ে শোক করে না, কষ্ট পায় না, বিলাপ করে না, নিজের স্তন বারবার আঘাত করে কাঁদে না এবং বিক্ষিপ্তচিত্ত হয় না, তখন তার মধ্যে বিরক্তি অন্তর্নিহিত প্রবণতা হয়ে থাকে না। যখন কেউ দুঃখও-নয়-সুখও-নয় বেদনায় (চক্ষু-অনুভূতিয়) স্পর্শিত হয়ে সেই বেদনার (চক্ষু-অনুভূতির) উৎপত্তি, অন্তর্ধান, বাসনা পূরণ, বিপদ এবং মুক্তি যথার্থভাবে বুঝে, তখন তার মধ্যে অবিদ্যা অন্তর্নিহিত প্রবণতা হয়ে থাকে না।

হে ভিক্ষুগণ, সুখ বেদনায় (চক্ষু-অনুভূতিয়) কামনাবাসনা অন্তর্নিহিত প্রবণতা পরিত্যাগ করে, দুঃখ বেদনায় (চক্ষু-অনুভূতিয়) বিরক্তি অন্তর্নিহিত প্রবণতা উচ্ছেদ করে, দুঃখও-নয়-সুখও-নয় বেদনার (চক্ষু-অনুভূতির) অবিদ্যা অন্তর্নিহিত প্রবণতা সম্পূর্ণ ধবংস করে, অবিদ্যা পরিত্যাগ করে, বিদ্যা উৎপাদন করে সত্য জ্ঞানে দুঃখের অবসান হবে- ইহা সম্ভব।

৩৫। “হে ভিক্ষুগণ, কর্ণ ও শব্দে কারণে কর্ণ-বিজ্ঞান (চিত্ত) উৎপন্ন হয়; এই তিনের সংযোগে কর্ণ-স্পর্শ; কর্ণ-স্পর্শের কারণে সুখ, দুঃখ অথবা দুঃখও-নয়-সুখও-নয় কর্ণ-বেদনা (অনুভূতি) উৎপন্ন হয়। যখন কেউ সুখ বেদনায় (কর্ণ-অনুভূতিয়) স্পর্শিত হয়ে আনন্দিত হয় না, উল্লাস প্রকাশ করে না, গভীর মনোযোগের সাথে রত থাকে না, তখন তার মধ্যে আসক্তি অন্তর্নিহিত প্রবণতা হয়ে থাকে না। যখন কেউ দুঃখ বেদনায় (কর্ণ-অনুভূতিয়) স্পর্শিত হয়ে শোক করে না, কষ্ট পায় না, বিলাপ করে না, নিজের স্তন বারবার আঘাত করে কাঁদে না এবং বিক্ষিপ্তচিত্ত হয় না, তখন তার মধ্যে বিরক্তি অন্তর্নিহিত প্রবণতা হয়ে থাকে না। যখন কেউ দুঃখও-নয়-সুখও-নয় বেদনায় (কর্ণ-অনুভূতিয়) স্পর্শিত হয়ে সেই বেদনার (কর্ণ-অনুভূতির) উৎপত্তি, অন্তর্ধান, বাসনা পূরণ, বিপদ এবং মুক্তি যথার্থভাবে বুঝে, তখন তার মধ্যে অবিদ্যা অন্তর্নিহিত প্রবণতা হয়ে থাকে না।

হে ভিক্ষুগণ, সুখ বেদনায় (কর্ণ-অনুভূতিয়) কামনাবাসনা অন্তর্নিহিত প্রবণতা পরিত্যাগ করে, দুঃখ বেদনায় (কর্ণ-অনুভূতিয়) বিরক্তি অন্তর্নিহিত প্রবণতা উচ্ছেদ করে, দুঃখও-নয়-সুখও-নয় বেদনার (কর্ণ-অনুভূতির) অবিদ্যা অন্তর্নিহিত প্রবণতা সম্পূর্ণ ধবংস করে, অবিদ্যা পরিত্যাগ করে, বিদ্যা উৎপাদন করে সত্য জ্ঞানে দুঃখের অবসান হবে- ইহা সম্ভব।

৩৬। "হে ভিক্ষুগণ, নাসিকা ও গন্ধে কারণে নাসিকা-বিজ্ঞান (চিত্ত) উৎপন্ন হয়; এই তিনের সংযোগে নাসিকা-স্পর্শ; নাসিকা-স্পর্শের কারণে সুখ, দুঃখ অথবা দুঃখও-নয়-সুখও-নয় নাসিকা-বেদনা (অনুভূতি) উৎপন্ন হয়। যখন কেউ সুখ বেদনায় (নাসিকা-অনুভূতিয়) স্পর্শিত হয়ে আনন্দিত হয় না, উল্লাস প্রকাশ করে না, গভীর মনোযোগের সাথে রত থাকে না, তখন তার মধ্যে আসক্তি অন্তর্নিহিত প্রবণতা হয়ে থাকে না। যখন কেউ দুঃখ বেদনায় (নাসিকা-অনুভূতিয়) স্পর্শিত হয়ে শোক করে না, কষ্ট পায় না, বিলাপ করে না, নিজের স্তন বারবার আঘাত করে কাঁদে না এবং বিক্ষিপ্তচিত্ত হয় না, তখন তার মধ্যে বিরক্তি অন্তর্নিহিত প্রবণতা হয়ে থাকে না। যখন কেউ দুঃখও-নয়-সুখও-নয় বেদনায় (নাসিকা-অনুভূতিয়) স্পর্শিত হয়ে সেই বেদনার (নাসিকা-অনুভূতির) উৎপত্তি, অন্তর্ধান, বাসনা পূরণ, বিপদ এবং মুক্তি যথার্থভাবে বুঝে, তখন তার মধ্যে অবিদ্যা অন্তর্নিহিত প্রবণতা হয়ে থাকে না।

হে ভিক্ষুগণ, সুখ বেদনায় (নাসিকা-অনুভূতিয়) কামনাবাসনা অন্তর্নিহিত প্রবণতা পরিত্যাগ করে, দুঃখ বেদনায় (নাসিকা-অনুভূতিয়) বিরক্তি অন্তর্নিহিত প্রবণতা উচ্ছেদ করে, দুঃখও-নয়-সুখও-নয় বেদনার (নাসিকা-অনুভূতির) অবিদ্যা অন্তর্নিহিত প্রবণতা সম্পূর্ণ ধবংস করে, অবিদ্যা পরিত্যাগ করে, বিদ্যা উৎপাদন করে সত্য জ্ঞানে দুঃখের অবসান হবে- ইহা সম্ভব।

৩৭। "হে ভিক্ষুগণ, জিহ্বা ও রসে কারণে জিহ্বা-বিজ্ঞান (চিত্ত) উৎপন্ন হয়; এই তিনের সংযোগে জিহ্বা-স্পর্শ; জিহ্বা-স্পর্শের কারণে সুখ, দুঃখ অথবা দুঃখও-নয়-সুখও-নয় জিহ্বা-বেদনা (অনুভূতি) উৎপন্ন হয়। যখন কেউ সুখ বেদনায় (জিহ্বা-অনুভূতিয়) স্পর্শিত হয়ে আনন্দিত হয় না, উল্লাস প্রকাশ করে না, গভীর মনোযোগের সাথে রত থাকে না, তখন তার মধ্যে আসক্তি অন্তর্নিহিত প্রবণতা হয়ে থাকে না। যখন কেউ দুঃখ বেদনায় (জিহ্বা-অনুভূতিয়) স্পর্শিত হয়ে শোক করে না, কষ্ট পায় না, বিলাপ করে না, নিজের স্তন বারবার আঘাত করে কাঁদে না এবং বিক্ষিপ্তচিত্ত হয় না, তখন তার মধ্যে বিরক্তি অন্তর্নিহিত প্রবণতা হয়ে থাকে না। যখন কেউ দুঃখও-নয়-সুখও-নয় বেদনায় (জিহ্বা-অনুভূতিয়) স্পর্শিত হয়ে সেই বেদনার (জিহ্বা-অনুভূতির) উৎপত্তি, অন্তর্ধান, বাসনা পূরণ, বিপদ এবং মুক্তি যথার্থভাবে বুঝে, তখন তার মধ্যে অবিদ্যা অন্তর্নিহিত প্রবণতা হয়ে থাকে না।

হে ভিক্ষুগণ, সুখ বেদনায় (জিহ্বা-অনুভূতিয়) কামনাবাসনা অন্তর্নিহিত প্রবণতা পরিত্যাগ করে, দুঃখ বেদনায় (জিহ্বা-অনুভূতিয়) বিরক্তি অন্তর্নিহিত প্রবণতা উচ্ছেদ করে, দুঃখও-নয়-সুখও-নয় বেদনার (জিহ্বা-অনুভূতির) অবিদ্যা অন্তর্নিহিত প্রবণতা সম্পূর্ণ ধবংস করে, অবিদ্যা পরিত্যাগ করে, বিদ্যা উৎপাদন করে সত্য জ্ঞানে দুঃখের অবসান হবে- ইহা সম্ভব।

৩৮। "হে ভিক্ষুগণ, কায় ও স্পর্শে কারণে কায়-বিজ্ঞান (চিত্ত) উৎপন্ন হয়; এই তিনের সংযোগে কায়-স্পর্শ; কায়-স্পর্শের কারণে সুখ, দুঃখ অথবা দুঃখও-নয়-সুখও-নয় কায়-বেদনা (অনুভূতি) উৎপন্ন হয়। যখন কেউ সুখ বেদনায় (কায়-অনুভূতিয়) স্পর্শিত হয়ে আনন্দিত হয় না, উল্লাস প্রকাশ করে না, গভীর মনোযোগের সাথে রত থাকে না, তখন তার মধ্যে আসক্তি অন্তর্নিহিত প্রবণতা হয়ে থাকে না। যখন কেউ দুঃখ বেদনায় (কায়-অনুভূতিয়) স্পর্শিত হয়ে শোক করে না, কষ্ট পায় না, বিলাপ করে না, নিজের স্তন বারবার আঘাত করে কাঁদে না এবং বিক্ষিপ্তচিত্ত হয় না, তখন তার মধ্যে বিরক্তি অন্তর্নিহিত প্রবণতা হয়ে থাকে না। যখন কেউ দুঃখও-নয়-সুখও-নয় বেদনায় (কায়-অনুভূতিয়) স্পর্শিত হয়ে সেই বেদনার (কায়-অনুভূতির) উৎপত্তি, অন্তর্ধান, বাসনা পূরণ, বিপদ এবং মুক্তি যথার্থভাবে বুঝে, তখন তার মধ্যে অবিদ্যা অন্তর্নিহিত প্রবণতা হয়ে থাকে না।

হে ভিক্ষুগণ, সুখ বেদনায় (কায়-অনুভূতিয়) কামনাবাসনা অন্তর্নিহিত প্রবণতা পরিত্যাগ করে, দুঃখ বেদনায় (কায়-অনুভূতিয়) বিরক্তি অন্তর্নিহিত প্রবণতা উচ্ছেদ করে, দুঃখও-নয়-সুখও-নয় বেদনার (কায়-অনুভূতির) অবিদ্যা অন্তর্নিহিত প্রবণতা সম্পূর্ণ ধবংস করে, অবিদ্যা পরিত্যাগ করে, বিদ্যা উৎপাদন করে সত্য জ্ঞানে দুঃখের অবসান হবে- ইহা সম্ভব।

৩৯। "হে ভিক্ষুগণ, মন ও ধর্মে কারণে মনো-বিজ্ঞান (চিত্ত) উৎপন্ন হয়; এই তিনের সংযোগে মনো-স্পর্শ; মনো-স্পর্শের কারণে সুখ, দুঃখ অথবা দুঃখও-নয়-সুখও-নয় মনো-বেদনা (অনুভূতি) উৎপন্ন হয়। যখন কেউ সুখ বেদনায় (মনো-অনুভূতিয়) স্পর্শিত হয়ে আনন্দিত হয় না, উল্লাস প্রকাশ করে না, গভীর মনোযোগের সাথে রত থাকে না, তখন তার মধ্যে আসক্তি অন্তর্নিহিত প্রবণতা হয়ে থাকে না। যখন কেউ দুঃখ বেদনায় (মনো-অনুভূতিয়) স্পর্শিত হয়ে শোক করে না, কষ্ট পায় না, বিলাপ করে না, নিজের স্তন বারবার আঘাত করে কাঁদে না এবং বিক্ষিপ্তচিত্ত হয় না, তখন তার মধ্যে বিরক্তি অন্তর্নিহিত প্রবণতা হয়ে থাকে না। যখন কেউ দুঃখও-নয়-সুখও-নয় বেদনায় (মনো-অনুভূতিয়) স্পর্শিত হয়ে সেই বেদনার (মনো-অনুভূতির) উৎপত্তি, অন্তর্ধান, বাসনা পূরণ, বিপদ এবং মুক্তি যথার্থভাবে বুঝে, তখন তার মধ্যে অবিদ্যা অন্তর্নিহিত প্রবণতা হয়ে থাকে না।

হে ভিক্ষুগণ, সুখ বেদনায় (মনো-অনুভূতিয়) কামনাবাসনা অন্তর্নিহিত প্রবণতা পরিত্যাগ করে, দুঃখ বেদনায় (মনো-অনুভূতিয়) বিরক্তি অন্তর্নিহিত প্রবণতা উচ্ছেদ করে, দুঃখও-নয়-সুখও-নয় বেদনার (মনো-অনুভূতিয়) অবিদ্যা অন্তর্নিহিত প্রবণতা সম্পূর্ণ ধবংস করে, অবিদ্যা পরিত্যাগ করে, বিদ্যা উৎপাদন করে সত্য জ্ঞানে দুঃখের অবসান হবে- ইহা সম্ভব।

(বিমুক্তি)

৪০। "হে ভিক্ষুগণ, এভাবে দেখে শ্রুতবান আর্যশ্রাবক চক্ষুতে অনাসক্ত হয়, রূপেতে অনাসক্ত হয়, চক্ষু-বিজ্ঞানে (চিত্তে) অনাসক্ত হয়, চক্ষু-স্পর্শে অনাসক্ত হয়, চক্ষু-বেদনায় (অনুভূতিয়) অনাসক্ত হয়, চক্ষু-তৃষ্ণায় অনাসক্ত হয়।

"তিনি কর্ণতে অনাসক্ত হয়, শব্দেতে অনাসক্ত হয়, কর্ণ-বিজ্ঞানে (চিত্তে) অনাসক্ত হয়, কর্ণ-স্পর্শে অনাসক্ত হয়, কর্ণ-বেদনায় (অনুভূতিয়) অনাসক্ত হয়, কর্ণ-তৃষ্ণায় অনাসক্ত হয়।

"তিনি নাসিকাতে অনাসক্ত হয়, গন্ধেতে অনাসক্ত হয়, নাসিকা-বিজ্ঞানে (চিত্তে) অনাসক্ত হয়, নাসিকা-স্পর্শে অনাসক্ত হয়, নাসিকা-বেদনায় (অনুভূতিয়) অনাসক্ত হয়, নাসিকা-তৃষ্ণায় অনাসক্ত হয়।

“তিনি জিহ্বাতে অনাসক্ত হয়, রসেতে অনাসক্ত হয়, জিহ্বা-বিজ্ঞানে (চিত্তে) অনাসক্ত হয়, জিহ্বা-স্পর্শে অনাসক্ত হয়, জিহ্বা-বেদনায় (অনুভূতিয়) অনাসক্ত হয়, জিহ্বা-তৃষ্ণায় অনাসক্ত হয়।

“তিনি কায়তে অনাসক্ত হয়, স্পর্শেতে অনাসক্ত হয়, কায়-বিজ্ঞানে (চিত্তে) অনাসক্ত হয়, কায়-স্পর্শে অনাসক্ত হয়, কায়-বেদনায় (অনুভূতিয়) অনাসক্ত হয়, কায়-তৃষ্ণায় অনাসক্ত হয়।

“তিনি মনেতে অনাসক্ত হয়, ধর্মেতে অনাসক্ত হয়, মনো-বিজ্ঞানে (চিত্তে) অনাসক্ত হয়, মনো-স্পর্শে অনাসক্ত হয়, মনো-বেদনায় (অনুভূতিয়) অনাসক্ত হয়, মনো-তৃষ্ণায় অনাসক্ত হয়।

৪১। অনাসক্ত হয়ে, তিনি শান্ত হয়। বিমুক্ত চিত্তে ‘বিমুক্ত হয়েছি’ এই জ্ঞান উৎপন্ন হয়; তিনি উন্নত জ্ঞানে জানতে পারেন- ‘জন্মবীজ ক্ষীণ (বিনাশ) হয়েছে, ব্রহ্মচর্য্য জীবন পালন করা হয়েছে, যা কিছু করার ছিল তা করা হয়েছে, ইহার পর এখানে (অর্থাৎ কোনো ভূমিতে) আর আসতে হবে না বলে তিনি ভালভাবে জানেন। ভগবান বুদ্ধ ইহা বলেছেন। ভিক্ষুগণ, ভগবান বুদ্ধের দেশনায় সন্তুষ্ট এবং আনন্দিত হয়েছিলেন। যখন এই দেশনাটি সমাপ্ত হয়েছিল, পরক্ষণেই ষাটজন ভিক্ষু আসক্তিমুক্ত হয়ে ক্লেশ হতে চিত্ত বিমুক্ত হয়েছিলেন।

তথ্যনির্দেশ

১। Bhante Vimalaraṃsi. *The Chachakka Sutta*. Dhamma Sukha Meditation Center, Missouri (U.S.A), 2004.

২। শ্রীবীরেন্দ্রলাল মুৎসুদ্দি, অভিধর্ম-সংগ্রহ, বাণী প্রেস, চট্টগ্রাম, ২৪ জুলাই ১৯৪৭।

৩। শ্রীমৎ অক্ষয়ানন্দ মহাথের, চতুরার্য্য সত্যের ব্যবহারিক বিদর্শন, ওসাকা আর্ট প্রেস, ২০১১।

৪। Zillur Rahman Siddhiqui (editor). Bangla Academy English-Bangla Dictionary. Bangla Academy, Dhaka, 2015.

৫। Christine A. Lindberg. The Oxford American Thesaurus of Current English. Oxford University Press, 1999.

Electronic Sources:

- http://www.tipitaka.org/romn/ Retrieved date: 12.07.2016.
- http://www.english-bangla.com/bntobn Retrieved date: 20.07.2016.
- http://www.ebangladictionary.org/ Retrieved date: 16.07.2016.
- http://dsal.uchicago.edu/dictionaries/biswas-bangala/ Retrieved date: 18.07.2016.

লেখক পরিচিতি

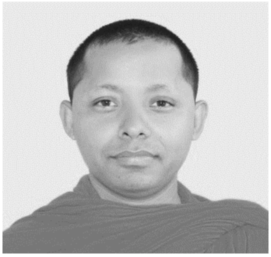

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের লীলাভূমি বাংলাদেশের সর্ব দক্ষিণে এবং বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত কক্সবাজার জেলাধীন উখিয়া উপজেলার অন্তর্গত ঐতির্য্যবাহী রুমখাঁ মহাজন পাড়া গ্রামের একটি খ্যাতনামা বৌদ্ধ পরিবারে ১৯৮১ সালে জন্মগ্রহণ করেন বাবু তপন বড়ুয়া (ভন্তে সচ্চানন্দ থেরো)। স্বর্গীয় পিতা বাবু নিলকান্ত বড়ুয়া এবং মাতা-আরুবালা বড়ুয়ার পাচঁ সন্তানের মধ্যে ভন্তে সচ্চানন্দ থেরো সর্ব কনিষ্ঠ। তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পূর্ণ বৌদ্ধ মনীষা, বহু প্রতিষ্ঠানের জনক, অনাথের প্রতিপালক, ২৪-তম সংঘনায়ক শ্রদ্ধেয় বিশুদ্ধানন্দ মহাথেরোর প্রতিষ্ঠিত 'অগ্রসার উচচ বিদ্যালয়' থেকে ১৯৯৮ সালে 'মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট' পরীক্ষায় বিজ্ঞান *(Science)* বিভাগের 'প্রথম বিভাগ' অর্জন করেন। ২০০০ সালে তিনি 'নোয়াপাড়া ডিগ্রী কলেজ' থেকে 'উচচ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট' পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিভাগের (*Intermediate of Science)* 'প্রথম বিভাগ' অর্জন করেন। মাধ্যমিক ও উচচ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষায় তার মেধার প্রতিফলনে বাংলাদেশের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক প্রয়াত শ্রদ্ধেয় ডক্টর সুনিতানন্দ মহাথেরো সুদৃষ্টিতে পড়েন। ডক্টর মহাথেরো তাঁর বড় ভাই বাবু সুরেন্দ্র বড়ুয়ার (শিক্ষক) সাথে আলোচনা করেন যে, কিভাবে

তাকে উচচ শিক্ষা ব্যবস্থা করা যায়। আলোচনায় আসে ভবিষ্যতে বাংলাদেশে মেধাবী ভিক্ষুর সংকটের বিষয় হয়ে দাঁড়াবে এবং তাকে (ভন্তে সচ্চানন্দ থেরো) ধর্মীয় উচচ শিক্ষায় শিক্ষিত করতে বৌদ্ধ প্রধান দেশ মায়ানমার পাঠানোর জন্য চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ভন্তে সচ্চানন্দ থেরো উখিয়া বৌদ্ধ সমিতির বর্তমান সভাপতি পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ ধর্মপাল মহাথের কাছে প্রব্রজ্জিত হয়ে তাঁর নাম রাখা হয় 'শ্রীমৎ সচ্চানন্দ শ্রমন'। ২০০১ সালে তাঁর বড় ভাই শ্রীমৎ সচ্চানন্দ শ্রমণকে মায়ানমারে পাঠানোর যাবতীয় ব্যবস্থাদি গ্রহন করেন এবং শ্রমণ মায়ানমারে যাত্রা করলেন। সেখানে 'আন্তর্জাতিক থেরবাদ বৌদ্ধ মিশনারি বিশ্ববিদ্যালয়ে' শ্রদ্ধেয় উপাচার্য্য ড. কুমারভিবংস মহাথেরোর (যিনি বর্তমান মায়ানমার দেশের সংঘরাজ) অধিনে উপসম্পদা লাভ করে সুদীর্ঘ ৩ বছর অধ্যায়ন করে ***Diploma and B.A*** *(Buddhist Studies)* ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি আরো ধর্মীয় উচ্চ শিক্ষার জন্য থাইল্যান্ডে গমণ করে 'আন্তর্জাতিক মহাচুলালংকন বিশ্ববিদ্যালয়ে' ভর্তি হয়ে প্রায় সাত বছর অধ্যায়ন করে ***M.A*** *(Buddhist Studies)* ডিগ্রী লাভ করেন। ধর্মীয় উচ্চ শিক্ষার পাশাপাশি বাংলাদেশে বৌদ্ধ জাতির কল্যাণে সামাজিক কর্মকান্ডে নিজকে নিয়োজিত রাখেন। ২০০৭-২০১৫ সাল পর্যন্ত ১০০ টি বৌদ্ধ মূর্তি, ৩,৫০০ (তিন হাজার পাঁচ শত) সেট বৌদ্ধ ভিক্ষুর পরিধেয় বস্ত্র (চীবর), ২,৫০০ (দুই হাজার পাঁচ শত) টি ভিক্ষুর পিন্ডাচরণের পাত্রসহ বিভিন্ন ধর্মীয় ব্যবহারাদি থাইল্যান্ড থেকে বাংলাদেশে বৌদ্ধ জাতির কল্যাণে কক্সবাজার, বান্দবান, খাকড়াছড়ি,

রাঙ্গামাটি, চট্টগ্রাম, ঢাকা, কুমিল্ল, রংপুর, দিনাজপুরসহ বিভিন্ন জেলায় বিনা খরচে বিতরণের ব্যবস্তা করেন। তাঁর এই মহৎ কাজের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ‘পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক’ মাননীয় মন্ত্রী বাবু বীর বাহাদুর উশৈসিং এম. পি বান্দবান জেলায় থানছি বৌদ্ধ মূর্তির বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রশংসা ও কৃতজ্ঞা প্রকাশ করেন।

২০০৮ সালে তিনি সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিকভাবে ধর্মপ্রচার করার জন্য আমেরিকা, নিউইর্য়কে গমণ করে ‘বাংলাদেশ বৌদ্ধ বিহার অফ নিউইর্য়কে’ নিযুক্ত হন। বর্তমানে তিনি আমেরিকা, নিউইর্য়কে ‘ওয়াড জুতানারাম বিহারে অবস্থানরত।

তিনি তিনটি বইয়ের লেখক- *The Analytical Study of the Origin and the Development of Buddhism in Cox’s Bazār, Bangladesh. The Daily life of a Buddhist.* এবং ছছক্ক সূত্র [*Chachakka Sutta*]।

নিবেদক

বাবু সুরেন্দ্র বড়ুয়া
B.Sc, B.Ed, M.A, M.Ed, Ph.D (Candidate)
প্রাক্তন প্রভাষক (Visiting)
Faculty of Religion and Philosophy
Mahamakut Buddhist University, Thailand